শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে
বেরোয় আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে
রয়েছে তা আরও অনেক গুন বেশী জঘন্য.....

পরিবেশনায়

সাহ্‌ম আল হিন্দ মিডিয়া

কিছু সময় কোন ব্যক্তির দু-একটি উক্তিই কোন বিষয় সম্বন্ধে তার কি ধ্যান ধারণা সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলে দেয় । আর এ বিষয়টা যখন শত্রুতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় তখন বিষয়টা আরো ভীষণ হয় । কোন দলের কোন নেতা, চিন্তাবিদ বা কোন উপদেষ্টা যখন তাদের শত্রুদের সম্বন্ধে কোন কিছু মন্তব্য করে বসে–তখন তাদের সেই মন্তব্যে শত্রুদের প্রতি তাদের ধারণা, পরিকল্পনা, শত্রুতার ভীষণতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়ে যায় । আর তারা তাদের শত্রুদের জন্য অন্তরে যা গোপন করে তা হয় আরো মারাত্মক ।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ- "হে ঈমানদারগন তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহন করো না ,তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করেনা-তোমরা কষ্টে থাকো এটাই তারা চায়। শত্রুতা প্রসূত বিদ্ধেষ তাদের মুখেই ফুটে বের হয় । আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো অনেক গুন বেশী জঘন্য । তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন কর । (সূরা আলে ইমরান : ১১৮)

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ৬ টি বিষয় জানিয়েছেন

১। আমাদেরকে ঈমানদার মুমিন ব্যাতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহন নিষেধ করেছেন ।

২। মুমিন ব্যাতীত অন্য কাউকে বন্ধুরুপে গ্রহন করলে তারা আমাদের ক্ষতি করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে ।

৩। কাফের-মুশরিকরা কখোনই চায়না আমরা সুখে থাকি বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, আমরা কষ্টে থাকি এতেই তাদের আনন্দ ।

৪। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা পোষণ করে তা মুখ দিয়ে কখনো কখনো প্রকাশ পায়।

৫। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে বা গোপন আছে আরো মারাত্বক আরো জঘন্য।

৬। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের যে নিদর্শন, যে পথ নির্দেশ বা সতর্কবাণী জানালেন সেগুলো নিয়ে আমাদেরকে চিন্ত ভাবনা করতে বলেছেন।

এখন আমরা এই আয়াতের দুটি অংশের (চার এবং পাচঁ নম্বরের) পরিপেক্ষিতে আমরা ইসলাম সম্বন্ধে, কুরআন সম্বন্ধে, খিলাফাত সম্বন্ধে অমুসলিমদের কিছু statement or Comment জানবো এবং বিশ্লেষণ করবো। ইনশাআল্লাহ্ .....

Secretary for Colonialism of British Govt.-William Ewart Gladstone বলেছেনে-

“So long Muslims have the Qaran we shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make the loss their love of it”

অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত মুসলিমদের কাছে কুরআন আছে ততদিন তাদের উপর আমরা আধিপত্য স্থাপন করতে পারবনা অর্থাৎ তাদের উপর প্রভুত্ব করতে পারবোনা। আমাদের অবশ্যই হয় তাদের কাছ থেকে কুরআনকে ছিনিয়ে নিতে হবে অথবা কুরআনের প্রতি তাদের ভালবাসাকে ভুলিয়ে দিতে হবে।

আমরা মুসলিম হয়ে কুরআনের মহত্ব, তাৎপর্য, গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলেও অমুসলিম কাফের মুশরিকরা খুব ভাল করে বোঝে এই কুরআনের মধ্যে কতখানি সম্ভাবনা নিহিত আছে।

কারন আমরা মুসলিম হয়ে এই কুরআনের ইতিহাস ভুলে গেলেও অমুসলিমরা (কুফ্ফাররা) তা ভোলেনি। তাদের খুব ভালো করে মনে আছে এই কুরআনকে বুকে আকঁড়ে, এই কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, এই কুরআনকে নিজেদেরে জীবনে বাস্তবায়ন করে একটি মূর্খ, বর্বর, অসভ্য, জাহেল জাতি, অন্যায়, অত্যাচার, হত্যা, ব্যাভিচারে ডুবে থাকা একটি জাতি কীভাবে পৃথিবীর বুকে মানব ইতিহাসের সর্বোত্তম সত্য, ন্যায়, সভ্য এবং সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য তথা সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল.....

তারা আজও বিশ্বাস করে এই কুরআনই তাদের সবচেয়ে বড় বাধা মুসলিম জাতির উপর প্রভু সেজে বসে থাকার রাস্তয়। তাই তারা দুটি পরিকল্পনা গ্রহন করে- প্রথমত

মুসলিমদের কাছ থেকে কুরআনকে কেড়ে নিতে হবে অর্থাৎ দুনিয়া থেকে কুরআনকে মুছে ফেলতে হবে, কুরআনের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্ত তারা তাদের প্রচেষ্টায় শত শত বর্ষের ব্যর্থতা থেকে বুঝতে পারে যে কুরআনের অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা কখনো সম্ভব নয় ।

এই জ্ঞান তাদের শত ব্যার্থ হবার পর এলেও আমরা প্রথম থেকেই জানি যে এটা সম্ভব নয় ।

কারন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তয়ালা বলেন-

"আমি (আল্লাহ) স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) অবতরন করেছি এবং আমি (আল্লাহ) নিজে এর সংরক্ষক" (সূরা হিজরঃ ৯)

বিধায় তাদের কাছে রইল দ্বিতীয় option টি, আর তা হল-এই কুরআনের প্রতি তাদের (মুসলিমদের) ভালবাসাকে ভূলিয়ে দেওয়া।

মানুষ যখন কোন কিছুকে ভালবাসে সেটি তখন তার চিন্তা চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম এবং জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। অপর দিকে ঠিক এর উল্টোটা হলে অর্থাৎ মানুষ কোন কিছুকে ভূলে গেলে তার আর কোন প্রভাব বা ছাপ তার চিন্তা চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম এবং জীবনের উপর থাকে না । আজ আমরা সত্যই কুরআনকে ভূলে গেছি। তাই এর প্রতি আমরা মৌখিক ভন্ড ভালোবাসার ঢোল পেটালেও কুরআনের সথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, কুরআন দ্বারা আমাদের জীবন মোটেই প্রভাবিত হয় না। কুফ্ফার্‌রা তাদের পরিকল্পনাকে অনেকাংশে বাস্তবায়ন করেছে। তারা আজ পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিমদেরকে কুরআন থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে সরিয়ে দিয়েছে । অথচ আশ্চার্যজনক ব্যাপার হল প্রতেক মুসলিমের ঘরেই কুরআন রয়েছে।

তাই আমাদের ফিরে যেতে হবে কুরআনের দিকে, কুরআনের শিক্ষার দিকে, নিজেদের জীবনে কুরআনের বাস্তবায়নের দিকে। তবে কুরআনের কিছু অংশ মানবো আর কিছু অংশ মানবো না তা চলবে না। নিজেদের পছন্দের আমলগুলো বেছে নিব আর বাকিগুলো ছেড়ে দিব তা করলে চলবে না। কারন এরকম অবস্থার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশ হল-

"তবে কি তোমরা গ্রন্থের (কুরআনের) কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? যারা এই রূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোন

পথ নেই । কিয়ামতের দিনে তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।" (সূরা বাকারাহঃ৮৫)

আলেকজান্ডার সল্টসজেন বলেছেন-

"To destroy a people you must first server their roots"

অর্থাৎ কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে অবশ্যই প্রথমে তাদের মূলকে তুলে ফেলতে হবে।

তিনি যখন এ কথা বলেন তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়- আপনি কি ভাবে একটা জতির মূলকে কেটে ফেলবেন? তিনি উত্তরে বলেন-

"আমি সেই জাতিকে তাদের ইতিহাস ভূলিয়ে দিব"

এরা হল কুফ্ফারদের চিন্তাবিদ। এদের গবেষণা, এদের মন্তব্যে উপর নির্ভর করেই আল্লাহর দ্বীনের দুশমনেরা এই দ্বীনের বিরূদ্ধে চক্রান্তগুলোর এবং ষড়যন্ত্রগুলোর Blue Print তৈরী করে।

আমরা পৃথিবীর বুকে মুসলিম (যারা নামে মাত্র মুসলিম) জাতির মত এত আত্মভোলা জাতি আর একটিও খুজে পাব না। এই জাতি ভূলে গিয়েছে তারা কাদের উত্তরসূরী।

এই জাতি ভূলে গেছে তার উৎপত্তির কথা (যার প্রতিটি নীতি আল-খালেকের অহী ও রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত) যা তৈরী করেছে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বোত্তম উম্মাত (জাতি)। এই জাতি ভূলে গেছে তার দায়িত্বের কথা। মানুষের বহু কাঙ্খিত শান্তি, নিরাপত্তা এই মানব ইতিহাস তখনই প্রতক্ষ করেছিল যখন এই জাতি এই পৃথিবীর কর্তৃতের আসনে ছিল।

এই আত্ম-বিস্মৃত জাতি হল সেই জাতি যারা মানবতাকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে এসেছিল। যে দাসত্বে রয়েছে এই দুনিয়া এবং আখেরাতের পূর্ণ নিরাপত্তা। আমাদের পূর্বসূরীরা, সলফে সালেহীন, সাহাবা আজমাঈনরা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দেয়ার জন্য, জাহেলিয়াত থেকে, অত্যাচার, শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য তৎকালীন বিশ্বের দুটি Super Power;

রোমান সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজকে পরাভূত করেছিলেন। তাদের অস্ত্রের এবং সৈন্যের প্রাচুর্য ছিল না কিন্তু তাদের ছিল আল্লাহর ভয়ে ভীত একটি হৃদয়। এক আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর ভয় তাদের অন্যান্য যাবতীয় ভয় থেকে বে খবর করে দিয়ে ছিল।

কুফ্ফাররা এটা জানে.....আমেরিকা, ইসরাইল, রাশিয়া, ভারত এরা জানে। তাই তাদের একান্ত প্রচেষ্টা হল Generation by Generation এই গৌরবান্বিত, বীরত্বে পরিপূর্ণ, আখেরাতমুখী, জান্নাত পাগল এবং দুনিয়া ত্যাগী সেই সর্বোত্তম মানবদলের এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সর্বোত্তম সমাজ ব্যবস্থা তথা সভ্যতাকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কুফ্ফাররা বেশ কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন-

১। আজ তারা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে সর্ণালী ইসলামী ইতিহাসকে সরিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয় তারা তা বিকৃতও করেছে এবং ইতিহাসের যে অংশগুলি তাদের mission-এর জন্য উপযোগী শুধু সেটুকু বাকী রেখেছে।

২। তারা Discovery, Fox-History, National Geography প্রভৃতি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রাক-ইসলামী ইতিহাসকে বেশি করে উপস্থপন করে। Roman persian egyptian প্রভৃতি সভ্যতার মুষ্টিমেয় কিছু ভাল দিককে এবং তাদের সংস্কৃতিকে, রনকৌশলকে, জীবন শৈলীকে বার বার মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় এবং বিশাল ইসলামী সভ্যতা তথা ইতিহাসকে গোপন করে রাখা হয়।

৩। কিছু ঐতিহাসিক তৈরী করা এবং তাদের প্রসিদ্ধ করা যারা পশ্চিমী সভ্যতা অনুকূলে ইতিহাসকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে এবং ইসলামের কঠোর সমালোচনা করে।

তারা এমন একটা Education system তৈরী করেছে যা আমাদের ক্রমশ দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

লর্ড ম্যকেল বলেন,

“আমরা এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা দিয়েছি যাতে মুসলিমরা বাহ্যিকভাবে তো মুসলিম থাকবে কিন্ত অন্তর থেকে হবে Christian.”

নিজেদের এই ইতিহাস ভূলে যাওয়ার একটি মারাত্মক নেতিবাচক ফল হল মুসলিমরা বিশেষ করে মুসলিম যুবকরা আজ পরিবর্তনের কথা ভাবতেও পারে না, তারা নেতৃত্বের কথা কল্পনাও করতে পারে না। তারা চিন্তাই করতে পারে না- ঈমানী চেতনায় আর শাহাদাতে তামান্নায় সেই বিশাল বিপুল শক্তির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে যা পারে আজকের Super Power-গুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে আল্লাহর জমিনে, আল্লাহর আদল-ন্যায় ইনসাফ কায়েম করতে এবং মুমূর্ষ মানবতাকে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসতে। এই চেতনা ও আল্লাহ প্রতি আস্থা তাদের হৃদয় থেকে বেরিয়ে গেছে কারন তারা জানেনা কুরআনের জ্ঞান এবং নিজের পরিচয়।

Samuel P. Huntington, একজন প্রখ্যাত Political Scientist, তিনি তার

“The Clash of the Civilizations and the remaking of word order” নামক বইয়ে মানব ইতিহাসের ২০ টি সভ্যতার কথা উল্লেখ করেন। যার মধ্যে ১২টি, কালের পরিবর্তনে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে। এখন টিকে আছে ৮টি সভ্যতার মধ্যে একটি হল “Western Civilization”.

“Tom Wyee”বলেন-আমাদের সভ্যতা “Western civilazation” বাকী ৭ টি সভ্যতার মধ্যে ৫টি-কে সময়ের সাথে সাথে গ্রাস করে নেবে। কিন্ত ২টি সভ্যতাকে গ্রাস করা সম্ভব নয় খুবই কঠিন। সেই ২টি সভ্যতা হল–

১। ইসলামী সভ্যতা

২। চৈনিক সভ্যতা

এই ২টির মধ্যে চৈনিক সভ্যতা হল খুবই Conservaive, রক্ষনশীল। তারা বিশ্বের অন্যান্যদের থেকে প্রভাবিত হতেও চায় না এবং প্রভাবিত করতেও চায় না। আমরা যদি চীনের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখব তাদের সভ্যতায় Cultural মিশ্রন খুবই দুর্লভ। এমনকি এখনও তারা খুবই সচেতন যাতে তাদের Culture Change না হয়ে পড়ে। নিজস্ব Culture কে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারীভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। যেমন প্রতি বছর ৩৬ টির বেশি Indian Movie, release করতে

দেওয়া হয় না। Hollywood Movie- এর উপরেও তাদের নিয়ন্ত্রন রয়েছে। এছাড়াও Social Communinication-এর উপর যেমন Facebook, Twitter প্রভৃতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। মুদ্দা কথা হল Western Civilization চৈনিক সভ্যতা থেকে অনেকটা নিরাপদ।

আর একটি সভ্যতা বাকী রইল। সেটি হল ইসলামী সভ্যতা। সম্পূর্ণ বিশ্বের একটি ভূখন্ডেও ইসলাম পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না থাকার পরও ইসলামী Culture- এর সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। প্রকৃত ইসলাম থেকে বহু দূরে থাকলেও মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে অনেক বেশি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত।

ইসলামী সভ্যতার বাস্তবতা হল practically কুরআন-সুন্নাহর বাস্তবায়ন। এই ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুন এর মধ্যে আছে অন্যান্য সকল তাহজীব ও তামদ্দুনকে গ্রাস করে নেয়ার ক্ষমতা, ইতিহাস এর প্রমাণ। তাই কুফ্ফারদের কাছে ইসলামী সভ্যতা একটি বড় Challenge. এই সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে তখনই উদ্ভাসিত হতে পারে যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই কুফ্ফারদের সার্বিক প্রচেষ্টা হল এই সভ্যতা যাতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয় এর জন্য তারা simultaneously দুটি কাজ করছে-

১। একটা Global Culture তৈরী করেছে যেটা মূলত মুসলিমদেরকে দ্বীন ইসলাম থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই Global Culture-কে তারা গোটা বিশ্বে promote করছে এবং যেসব জায়গায় এটা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে সেখানে এটাকে protect করছে। এই Culture-এর মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে বস্তুবাদী করে তোলা ও প্রবৃত্তির অনুসারী করে তোলা এবং মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তয়ালা থেকে সম্পূর্ণ গফেল করে রাখা।

২। ইসলামী খিলাফত যাতে আর ফিরে না আসে তার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি নির্ধারন করেছে। রাজনীতি থেকে ধর্মকে বরং বলা ভালো ইসলামকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য একটা Secular Political System তৈরী করেছে যার মূল কথা হল-

“Religion shouldn’t be allowed into politics. It’s merely a matter between Man God”

আমরা জানি ইসলাম ব্যাতিত আর কোন ধর্মে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই। তাই এই Political system শুধুমাত্র ইসলামকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং পৃথিবীর যেসব স্থানে খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব স্থানে ব্যাপক সামরিক অভিযান চালিয়ে সেই সম্ভাবনাকে নিমূল করে দেওয়া ।

এখন আসুন আমরা দেখি কুফ্ফাররা বর্তমান বিশ্বে খিলাফাতের বিরূদ্ধে কি ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত British Army General Richard Dannatt বলেন-

“There is an islamist agenda, if we don’t oppose it and face it off in Afganistan or in South Asia, then frankly that influence will grow, it could well grow. We could see it moving from South Asia to the Middle East to North Africa and to the high watermark of the Islamic Caliphate.”

অর্থাৎ “একটা ইসলামী এজেন্ডা রয়েছে, যদি আমরা এর বিরোধিতা না করি এবং আফগানিস্তান থেকে অথবা দক্ষিন এশিয়া থেকে এটাকে মুছে না ফেলি তাহলে সত্যি বলতে এর প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, এটা খুব বেশী বৃদ্ধি পাবে । আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা দক্ষিণ এশিয়া থেকে মধ্য প্রাচ্য হয়ে ক্রমশ উত্তর আফ্রিকার দিকে এগোচ্ছে এবং এটা এগিয়ে যাচ্ছে ইসলামী খিলাফাতের দিকে”

তাহলে এটা আজ মুসলিমদের কাছে একবারে স্পষ্ট যে কুফ্ফার্‌রা আফগানিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া, মালি, চেচনিয়া, বসনিয়ায় যে যুদ্ধ পরিচালনা করছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইসলামী খিলাফাত যেন আর প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে। সুবহানাল্লাহ! তারা প্রকাশ্যে বলছে, “আমরা এই ধারনাকে, এই শক্তিকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চাই”।

British Government দীর্ঘ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯২৪ সালে ওসমানী খিলাফাত তথা ইসলামী খিলাফাতকে বিলুপ্ত করে দেয়। British

Government "Treaty Lusanne" চুক্তির মাধ্যমে নিম্নলিখিত শর্তের ভিত্তিতে তুরস্ককে স্বধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

১। খিলাফাত ধ্বংস করতে হবে। শুধু তা নয় খলিফা আব্দুল মজিদকে বরখাস্ত করতে হবে এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

২। খিলাফাতের জন্য যে সব আন্দলনগুলো হবে সেগুলোকে দমন করতে হবে।

৩। তুর্কিকে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

৪। তুর্কিকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান গ্রহণ করতে হবে।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, কুফ্ফার্‌রা আমাদের কাছে কি চায়। কামাল পাশা আতাতুর্ক (আল্লাহ তার উপর লানত বর্ষন করুন) এই শর্তগুলো মেনে তুরস্কের ক্ষমতায় আসে। সেই আল্লাহর দ্বীনের দুশমনেরা আজও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং কামাল আতাতুর্কের মত লোকেরা তাদের সাহায্যকারী।

আজ আবার সারা দুনিয়ায় খিলাফাতকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে জিহাদ চলছে তা কুফ্ফার্‌রা কিভাবে নিবে তা সহজেই অনুমেয়। কুফ্ফার্‌রা ইসলামী খিলাফাত যাতে ফিরে না আসে তার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে দুই ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা করছে।

১। মানসিক যুদ্ধ

২। অস্ত্রের যুদ্ধ

প্রথমত তারা মানসিকভাবে মুসলিমদেরকে বিভাজিত করতে চায়। যারা ইসলামী খিলাফাত নিয়ে কথা বলে আল্লাহর আইনের বাস্তবায়নের কথা বলে, শরীয়াহর কথা বলে এবং সমাজে প্রচলিত আধুনিক জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলে সেই সব মুসলিদেরকে তারা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে আলাদা করে চিহ্নিত করে এবং তাদের সাথে জঙ্গি, তাকফিরি, সন্ত্রাসী, চরমপন্থি, খারেজী প্রভৃতি নাম জুড়ে দেয়। যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল বৃহৎ মুসলিম জনগণ থেকে তাদের আলাদা করে দেয়া । প্রচার মধ্যম ৯০%-এরও বেশি ইহুদি দ্বারা পরিচালিত। তাই আজ আমরা দেখছি সারা দুনিয়ার মুজাহিদিনদেরকে কিভাবে বদনাম করার চেষ্টা চলছে।

কষ্টের হলেও এটা সত্য যে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য, অত্যাচারিত মুসলিমদেরকে রক্ষা করার জন্য,

নিজেদের জান, মাল, ইজ্জত রক্ষা করার জন্য লড়ছে, আমরা তাদেরকেই সন্ত্রাসী বলি.... সুবহানাল্লাহ।

United State-এর দারা পরিচালিত RAND CORPORATION ইসলামী খিলাফাতকে বাধা দেয়ার জন্য মুসলিমদেরকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছে। যার মধ্যে একটি হল Fundamental Muslims অর্থাৎ যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করতে চায়, যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন চায়, যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সেই আয়াতকে মানতে চায় যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন ,

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সেই সব লোকেদের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহন করে না, যতক্ষণ না তারা সহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়" ।(সূরা আত-তাওবাহ:২৯)

এই ধরনের মুসলিমদের জন্য কুফ্ফারদের সিদ্ধান্ত হল যে কোন উপায়ে এদেরকে শেষে করতে হবে। অতএব আমরা বুঝতে পারছি যারা খিলাফাতের কথা বলে তাদের প্রতি কুফ্ফারদের আচরণ কেমন হবে।

এখন আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য কি?

শুধুমাত্র তথ্য ভান্ডারে সমৃদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল কুফ্ফারদের এই সব উক্তিগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যাগুলোকে বোঝা এবং এর গভীরতা অনুধাবন করা ..... তারা আমাদের বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত করে সেগুলোকে আমরা নস্যাৎ করে দিব। তারা চায় আমরা কুরআন থেকে দূরে সরে যাই। তাই আমরা (আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধানে) এখন থেকে বেশি বেশি করে কুরআন পড়ব, জানব, বুঝব এবং হিফ্জ করব। তারা চায় আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে। তাই এখন থেকে আমরা নিয়মিত ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ন করব। তারা চায় আমরা খিলাফাতের কথা ভূলে যাই, এই জমিনে কুরআন তথা দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা ভূলে যাই। তাই আমরা এখন থেকে (আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধানে) নিজেদের জান, মাল, মেধা, শ্রম, শক্তি সমস্ত কিছু ব্যয় করব খিলাফাতকে ফিরিয়ে আনার জন্য, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করূন (আমীন).....